ফেব্রুয়ারি-২০১৬ ★ মাঘ-ফাল্গুন-১৪২২ ★ সংখ্যা-০১

SEL

দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

# ২১শে বইমেলা বুলেটিন-২০১৬

## সম্পাদকের কলম থেকে

### প্রাণের মেলা বইমেলা

অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের সাংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা অর্জন করেছি মায়ের ভাষার অধিকার। রক্ত ঝড়া একুশ আমাদের পরিচয় করে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। ভাষার জন্য রক্ত দেয়া এ গৌরব শুধুই আমাদের। গৌরবদীপ্ত এ মাসকে স্মৃতি রোমন্থন করে রাখতে শুরু হয় বইমেলা। প্রথমদিকে ছোট পরিসরে আয়োজন হলেও এখন এর পরিধি বেড়েছে অনেক। বইমেলা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বাংলাদেশ থেকে বিশ্বজুড়ে। ফেব্রুয়ারি মাস এলেই বইপোকা পাঠকদের ভীর জমে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এ যেন এক মিলন মেলা। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আমরা মিলে যাই এক স্লোগানে। বইমেলা আমাদের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। আমরা এই মেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে পারি জাতীয় ঐক্য। বইমেলাকে একটু নতুন রূপ দিতে আমরা এ বছর বইমেলা বুলেটিন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। বইমেলার নানা খবরাখবর নিয়ে প্রকাশিত দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ বইমেলা বুলেটিন মেলার প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা করছি।

**ইঞ্জিঃ এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ**
সম্পাদক : একুশে বইমেলা বুলেটিন
পরিচালক : দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার্স লিঃ

## বাণী

- "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয।"-আল-হাদিস
- "এককালে পৃথিবী বইয়ের উপর কাজ করত, এখন বই-ই পৃথিবীর উপর কাজ করে।"- জুবাট

# বইমেলা বইপোকাদের উৎসব

রোকন রাইয়ান

দীর্ঘ অপেক্ষা শেষ হলো। শুরু হলো ফেব্রুয়ারি। বাঙালির প্রেমময় মাস। উচ্ছল প্রাণে ছুটে চলার সময়। ভাষা ও ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়েছে এ মাসে। সেই ভালোবাসায় বাড়তি রঙ চড়িয়ে দিয়েছে একুশে বইমেলা। বইপ্রেমীরা এ মাসের প্রহর গুণেন সারা বছর।

প্রতিবছরের মতো এবারো ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ থেকে শুরু হলো প্রাণের বইমেলা। চলবে পুরো মাস। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বসেছে মেলার স্টল। বাংলাদেশে যতগুলো মেলা হয় তার মধ্যে বইমেলা সবার হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। যেখানে লেখক প্রকাশক ও পাঠকের আন্তরিক উপস্থিতি মেলাকে মুখর করে রাখে। পাঠক চাইলেই লেখকের সঙ্গে বসতে পারেন। প্রিয় জিনিসের মধ্যে তুলে রাখেন প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফ।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালির অন্যতম দিন। যেদিন বাঙলাদেশের গণমানুষের প্রাণের দাবি পূর্ণ হয়েছে। আমরা পেয়েছি বাঙলায় কথা বলার অধিকার। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে রোপিত হয়েছে স্বাধীনতার বীজ। যার বিনিময়ে আমরা একাত্তরে অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। বায়ান্ন'র এ দিনটিকে স্মরণ এবং ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য ফেব্রুয়ারি মাসে আয়োজিত হয় বইমেলার। নামকরণ করা হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা।

বাংলাদেশের বইমেলার ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ (বাংলা একাডেমি) প্রাঙ্গণে বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। এই ৩২টি বই ছিল চিত্তরঞ্জন সাহা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ (বর্তমান মুক্তধারা প্রকাশনী) থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশি শরণার্থী লেখকদের লেখা বই। এই বইগুলো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের প্রথম অবদান। ১৯৭২-৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। ১৯৭৬ সালে অন্যরাও এতে সংযুক্ত হন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির তৎকালীন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী বাংলা একাডেমিকে মেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করেন। ১৯৭৯ সালে মেলার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি; এই সংস্থাটিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন চিত্তরঞ্জন সাহা। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে কাজী মনজুরে মওলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রথম অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮০২ সালে। সেটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে। ১৮৭৫ সালে প্রায় ১০০ জন প্রকাশক মিলে নিউ ইয়র্কের ক্লিনটন শহরে আয়োজন করে বৃহৎ এক বইমেলার। ওই মেলায় প্রদর্শিত হয়েছিল প্রায় ৩০ হাজার বই। ১৯৪৯ সালে শুরু হয় জার্মানির ফ্রাংকফুর্টের বৃহৎ বইমেলা যা পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বইমেলায় রূপ নেয়। সেখান থেকেই আধুনিক বইমেলার স্মরণীয় শুভযাত্রা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে দেশে বইমেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রকাশনার দিক থেকে লন্ডন বইমেলা বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলার অন্যতম। তবে তা ফ্রাংকফুর্ট বইমেলার মতো বড় না হলেও এ মেলার গুরুত্ব অনেক। সাধারণত বছরের মার্চ মাসে এ মেলার আয়োজন করা হয় এবং এখানে সাধারণত প্রকাশকরা আসেন। ১৯৭৬ সালে প্রবর্তিত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা বইমেলা ১৯৮৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক বইমেলার স্বীকৃতি অর্জন করে। বর্তমানে প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের শেষ বুধবার থেকে ফেব্রুয়ারির প্রথম রবিবার পর্যন্ত ১২ দিনব্যাপী এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। তবে মেলা আয়োজনের প্রথম দিকে মেয়াদ ছিল সাত দিন। এ ছাড়া বর্তমানে লন্ডন, কানাডাসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই আন্তর্জাতিক মানের বইমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

প্রতিবারের মতো এবারের একুশে মেলাও মুখর হয়ে উঠুক, জমে উঠুক পাঠক লেখকের উচ্ছল আড্ডায়। সেই শুভ কামনা রইল।

লেখক : সহ-সম্পাদক, আমাদেরসময়.কম

# এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের অমায়িক ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে

**প্রফেসর জাহানারা হক**
প্রাক্তণ অধ্যক্ষ
সরকারী ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারী বাংলা কলেজ, ঢাকা

*প্রফেসর জাহানারা হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য) থেকে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে ইডেন কলেজ এ প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। এর পরে বদরুন্নেসা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, ঢাকা কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজে সুনামের সাথে শিক্ষকতা করে প্রফেসর পদে পদোন্নতি পান। সুনামের সাথে ইডেন মহিলা কলেজ ও সরকারী বাংলা কলেজ এ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৯৫ সালে সরকারী বাংলা কলেজ থেকে অধ্যক্ষ পদে কর্মরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। তারই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত নিজেকে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত রেখেছেন। Bangladesh Economic Association , Business and Professional Women's Club, Women for Women সহ বহু প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। অবসর জীবনে এসেও নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন সামাজিক উন্নয়নমূলক নানা কাজে। নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী লেখালেখি করছেন। তার গবেষণাপত্র দেশী-বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি রাজধানীর আজিমপুরস্থ "এস.ই.এল. অপরাজিতা" প্রকল্পের সম্মানিত ল্যান্ডওনার। এস.ই.এল. এর ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়ে তার সাথে কথা বলেছেন* - **আমানুল্লাহ নোমান**

**কথায় কথায়**

*প্রফেসর জাহানারা হক*
*সম্মানিত ল্যান্ডওনার*
*এস.ই.এল. অপরাজিতা*

**এস.ই.এল. বার্তা ঃ** এস.ই.এল. এর সাথে আপনার পরিচয় কিভাবে হলো?

**প্রফেসর জাহানারা হক ঃ** সঠিক দিন তারিখ আমি বলতে পারবোনা খুব সম্ভবতঃ ২০০৬ সালের শেষ দিকে আমাদের ৬/৯ শেখ সাহেব বাজারের দো'তলা ও সংলগ্ন চতুর্থ তলার বাম দিকটা বিক্রি করতে চাচ্ছিলাম। এর কিছুদিন পূর্বে আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি। কিন্তু দালাল, এলাকার খদ্দের ও মাস্তানদের উৎপাতে আমি খুব বিপদগ্রস্থ। এমতাবস্থায় আমার পরিচিত এক বান্ধবীর পুত্র আর্কিটেক সাফি আমাকে এস.ই.এল. এর সন্ধান দেয়। এর পরে আমি পাছপথে এস.ই.এল. এর অফিসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের সাথে দেখা করি। এর আগে আমার কখনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও এস.ই.এল. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের অমায়িক ব্যবহার আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। মাসখানের মধ্যে আমার বাড়ির সকল তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে জমিটা উন্নয়ন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমার Home Building এ সামান্য কিছু লোন ছিল তার দায়িত্বও তিনি নেন। এভাবেই শুরু হয় "এস.ই.এল. অপরাজিতা" প্রকল্পের কার্যক্রম।

**এস.ই.এল. বার্তা ঃ** ডেভেলপার হিসেবে এস.ই.এল.-কে কেন পছন্দ করলেন?

**প্রফেসর জাহানারা হক ঃ** পূর্বেই বলেছি এ ব্যাপারে আমার কোন প্রাকঃঅভিজ্ঞতা ছিলনা। ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেবের কথাবার্তায়, তার Integrity ও Commitment সম্পর্কে জ্ঞাত হই। তিনি অচিরেই আমার একজন পরামর্শক হয়ে আমাকে মাতৃসমা মনে করে সকল সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসলেন। এ ছাড়াও এস.ই.এল. এর অন্যান্য স্টাফরাও আমাকে যথাযথ সম্মানের সাথে বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যে জনাব মোঃ শাহজাহান সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত ছিল।

**এস.ই.এল. বার্তা ঃ** এস.ই.এল. এর কোয়ালিটি ও কমিটমেন্ট সম্পর্কে কিছু বলুন।

**প্রফেসর জাহানারা হক ঃ** এস.ই.এল. এর লক্ষ্য ও Motto-তে লেখা আছে "Quality comes first, Profit is its logical sequence" কথাটা আমাকে দারুনভাবে আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য পরবর্তীতে কাজ দ্বারা এস.ই.এল. তাদের কমিটমেন্ট পূরণ করেছে। এর মধ্যে মূল নক্শার আমুল পরিবর্তন করলেন আলোচনার ভিত্তিতে। যথাসময়ে কাজ শেষে দু'বছরের মধ্যে ২০০৯ সালের ৩১ জানুয়ারি বাড়িটি হস্তান্তর করলেন সুন্দর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

**এস.ই.এল. বার্তা ঃ** এস.ই.এল. এর কোন দিকটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে?

**প্রফেসর জাহানারা হক ঃ** সময়ের Commitment এস.ই.এল. এর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এছাড়া বাড়ি হস্তান্তরের পর নানা সমস্যায় এস.ই.এল. এর সহায়তা পেয়েছি। ল্যান্ডওনার এবং ফ্লাটওনারদের মাঝে একটি স্থায়ী বন্ধনের চেষ্টা করে দেন এস.ই.এল.। ফ্লাটওনারদের কাছে বাড়ী হস্তান্তরের জন্য ফ্লাটওনার্স এসোসিয়েশন গঠন করে দেয় এস.ই.এল.। ফ্লাটওনার্স এসোসিয়েশন গঠন পূর্ব এবং পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ন করে এস.ই.এল.। হস্তান্তরের মনোরম অনুষ্ঠানে এস.ই.এল. এর পক্ষ থেকে এক সেট ডিনার সেট উপহার দেন। বক্তব্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিঃ মোঃ আব্দুল আউয়াল সাহেব বলেন যে, 'এটা পরস্পরের সৌহার্দ গঠনের প্রতীক হিসেবে দেয়া হলো। সবাই যেন একে অপরের বিপদ-আপদে গিয়ে আসেন।' এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে সবাইকে গেট-টুগেদার করার পরামর্শ দেন।

**এস.ই.এল. বার্তা ঃ** এস.ই.এল. এর জন্য আপনার পরামর্শ কী?

**প্রফেসর জাহানারা হক ঃ** এস.ই.এল. এর আফটার সেলস সার্ভিস এর ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বাড়ীর ছোট মাঝারী কিংবা বড় সমস্যাদি যেমন পয়ো ও পানি নিষ্কাশন, গিজার পানি ট্যাংক, ইলেট্রিক্যাল বা অন্য কোন সমস্যার জন্য এস.ই.এল. এর পর্যবেক্ষণ আরও নিবিড় ও ত্বরান্বিত সমাধান হওয়া উচিত।

বাড়ীর Maintenance এ বিশেষ করে সামনের View মাঝে মাঝে Reform ও Reformulate করলে একজন Builder এর পরিচিতি ও ইমেজ যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি আবার বাড়ির সৌন্দর্য্য অটুট রাখবে।

প্রতিটি বাড়ির নিচে ও ছাদে সুশৃঙ্খল Gardening এর ব্যবস্থা করা উচিৎ। বিশেষ করে ছাদে কাপড় শুকানোর জায়গা ছাড়াও বাগান তৈরীর স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিলে সুন্দর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরিবেশ উন্নত হবে।

এ ক্ষেত্রে এস.ই.এল. এর Motto "Quality comes first, Profit is its logical sequence" সত্যিকার অর্থে প্রতিফলিত হবে। সর্বোপরি আমি এস.ই.এল. এর কল্যাণ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

# রহিমা আফরোজ মুন্নী'র কবিতা

## রেলগাড়ি

তোমার জানালা থেকে ঝুঁকে ওদের শেষ ছুঁয়ে যাওয়া, ধীরে বয়ে যাওয়া মুগ্ধ আলো আর বিষণ্ন কথারমালা। অসহায় আমার মুখ ঢাকা চাদরে। দরজার পাল্লায় থেঁতলে যাওয়া যন্ত্রণা, (যুগ) ঘষে তুলতে বহুদিন লেগেছিল আমার। পুরানো লোহা দিয়ে বানানো তোমার সেসব দরজা অতীত মুছে কেমন ঝাঁঝহীন, পরিবেশ বান্ধব।

দেখো, তোমার কাছেই শিখব হারানো যাত্রীর খোঁজ ।

## পতন

এই যে নামিনামি, দেখছিলাম, কাঁচামিঠা হাসি, দেখলাম, নামলে উঁজিয়ে পাছা, হেঁচকা টানে ছিঁড়ে নিলে গোপন ছাল, ঘাড় বেয়ে গদগদ, পিছল! তারপর থামলে মাটিতে

সহসা উবে গেল খিদে, ঝরতে থাকা জ্যান্ত জল, স্বাদুসাধু চেটে নিল প্রত্যুষপর্বে। জানি নামবে রাত, তখন বিঁধে থেকো গলায়, ও আমার গলার হাড়, কুকুরেরা হাড় ভালবাসে।

## এয়ার কন্ডিশনার

আমার হাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে, অতিষ্ঠ হবার আগ মুহূর্তে উড়ে আসে শীতল ঘুমু বুকের ওপর চোখের তারায় বৃষ্টি করে এখানে সেখানে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর ভাসে স্ফটিক উচ্ছ্বাসে। এই প্রথম কৃত্রিম স্পর্শের ক্ষমতা অবাক করে দেয় আমাকে।

এতকালের অন্তর্গত পিপাসায় চারদিকে কারবালার হাহাকার। আর এখন শূন্য গ্লাসের চারপাশে ফোঁটাফোঁটা আহ! প্রতিক্রিয়ায় জানালার ওপাশেও বিন্দু বিন্দু ফোঁটা। আর কীসের ভয়! মহাবিশ্বের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সে একাই এক'শ। এই এক'শই এখন রক্ষাকর্তা আমার। তার কৃপার বিপরীতে কে আর পুঁছে ঈশ্বরে।

পৃষ্ঠা-০১

## কুইজ

প্রশ্ন : বইমেলার প্রথম উদ্যোক্তার নাম কি?

প্রশ্ন : বাংলা একাডেমির পূর্ব নাম কি ছিল?

প্রশ্ন : বইমেলা প্রথম শুরু হয় কত সালে?

প্রশ্ন : বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালকের নাম কি?

প্রশ্ন : '২১শে ফেব্রুয়ারি' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্বীকৃত পায় কত সালে?

উত্তর দাতার নাম :
ঠিকানা :
মুঠোফোন :

**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা**

**আজ্ঞা**
লিটল ম্যাগ চত্বর (স্টল নং-০৯)
বাংলা একাডেমির ভিতরে
মুঠোফোন ঃ ০১৮৪৭-০০৫৭৯০

**নিয়মাবলী ঃ** মূল পত্রিকার অংশ কেটে উত্তর লিখে জমা দিতে হবে। কোন ফটোকপি গ্রহণযোগ্য হবে না। এক নামে একাধিক উত্তরপত্র গ্রহণযোগ্য নয়। আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ইং এর মধ্যে উত্তর জমা দিতে হবে। বইমেলা শেষে সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে প্রতি সংখ্যার জন্য দশজনকে নির্বাচিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

# বইমেলায় তরুণদের বই

আমির সোহেল

অমর একুশে বইমেলা মানেই লেখক পাঠকদের মিলনমেলা। নতুন নতুন বইয়ের কড়কড়ে সুঘ্রাণ। প্রকাশকদের প্রকাশনীর সাজানো গোছানো পরিপাটি অনন্য সৌন্দর্যের আয়োজন। লেখক ও প্রকাশকদের সারা বছরের প্রচেষ্টার ফসল। প্রচ্ছদ শিল্পিদের বাহারি অলংকরনে ফুটিয়ে তোলা কবি আর কথাসাহিত্যিকদের বইগুলো পাঠকদের মন কাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পড়ুয়া বিক্রয় সহকারী শিক্ষার্থী ছেলে মেয়েদের প্রকাশনী সংস্থাগুলোর স্টলে চঞ্চল আর বুদ্ধিদীপ্ত অঙ্গভঙ্গি এবং স্মার্ট কথাবার্তায় অন্যরকম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বইমেলাকে। সারা বছর জনপ্রিয় লেখক, কবি আর কথাসাহিত্যিকরা যেমন লিখেন, তরুণ অনেক লেখকও লিখেন বিভিন্ন পত্রিকা আর ম্যাগাজিন গুলোতে। এই তরুণ লেখকদের বইও বিভিন্ন প্রকাশনী যত্ন সহকারে প্রকাশ করে। ইদানিং গত কয়েক বছরের বই মেলায় তরুণ কবি ও কথা সাহিত্যিকদের গ্রন্থ গুলো আলোচনার জন্ম দিচ্ছে। বোদ্ধা পাঠকরা জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিকদের বই কেনার পাশাপাশি নবীন লেখকদের বই কিনছে। জনপ্রিয় ও সুপরিচিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোও গুরুত্বের সাথে ছাপছে তরুণদের বই।

২০১৬ অমর একুশে বইমেলায় এ ধরনের তরুণ লেখক লেখিকাদের কয়েকজনের বই সম্পর্কে ধারনা দেয়া হল।

একটি মিষ্টি প্রেমের বিরহী গল্প, দুই জোড়া তরুণ-তরুণীর কিশোর মনের ভাললাগার আবেগ মিশ্রিত অপরিচিত ভালবাসার করুণ পরিণতির গল্প নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন- শামীম আজগর। বইয়ের নাম 'শাশ্বত ভালবাসা'। প্রকাশক বইপত্র। এছাড়া লেখকের অন্য পরিচয় হচ্ছে তিনি বর্তমানে সহকারী কমিশনার ভূমি ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় কর্মরত আছেন।

জীবনমুখী ভিন্ন ধরনের গল্পগ্রন্থ নিয়ে হাজির হয়েছেন এবারের বইমেলায় আমানুল্লাহ নোমান। বইয়ের নাম 'একটি সেলফি ও আদর্শ গ্রামের গল্প'। প্রকাশ করেছে 'নাবা প্রকাশন'। বইটি পাওয়া যাচ্ছে বাংলা একাডেমির ভিতরে লিটল ম্যাগ চত্বরে 'আড্ডা', স্টল নং- ০৯।

আল জাবিরী। শিশুতোষ লেখক, ছড়াকার ও গল্পকার হিসেবে পরিচিত। এবারের বইমেলায় আসছে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেট্রোপলিটন কাক'। কবি বলেন- জীবনানন্দের ভাষায়, 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ' সে হিসেবে কবিতা নিয়ে স্থির কথা খাটে না। কবিতাবিশ্বের মহারথিরা হয়তো একারণেই কবিতার সংজ্ঞায় ভিন্ন মতামত রেখে যান কাব্যপ্রেমীদের কৌতূহলের খোরাখ মেটাতে। এজন্যই কি উৎকৃষ্ট কবিতা বারবার রূপ বদলায়, ব্যাখ্যাও? উপযুক্ত কথাগুলো 'মেট্রোপলিটন কাক' কাব্যগ্রন্থ সামনে নিলে পুনঃব্যাখার উদগিরণ করে।

"বান্ধবী, বন্ধু তোমার" নামে প্রথম গল্পগ্রন্থ নিয়ে পাঠকের সামনে উপস্থিত হলো জাতীয় দৈনিকের নিয়মিত লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসএসের ছাত্র আমির সোহেল। গল্পকার আমির সোহেল বলেন, শব্দশিল্পের মাধ্যমে ছোট ছোট অনুভূতির কথন নিয়ে সৃজন হয় এক একটি গল্প। পড়া শেষ হয়। ভাল লাগা আর মুগ্ধতা তৈরী হয়। ভাবনা শেষ হয়না। কল্পনার গতি চলতে থাকে। বাস্তবতার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয় প্রতিটি গল্পের সদর-অন্দর। "বান্ধবী, বন্ধু তোমার" গল্পগ্রন্থের গল্প গুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। প্রত্যেকটি গল্প পড়ার পর পাঠকের ভাবনা জুড়ে থাকবে গল্পে মগ্নতার রেশ। শেষ হয়েও হবে না শেষ। এরপর পাঠক তার মত করেই ভাবুক মনে সমাপনী টানবে। এটাই বিশ্বাস! বইটি প্রকাশ করেছে স্বাপ্নিক প্রকাশন। ৬৩৩ নং স্টলে বইটি পাওয়া যাবে।

কবি ও গল্পকার সোহেল বীরের নতুন বই, শিশু-কিশোর গল্পগ্রন্থ 'টুটুন ও টুম্পা ভূত'। এতে মোট তিনটি গল্প রয়েছে। আর্ট পেপারে সম্পূর্ণ রঙিন এই বইটি প্রকাশ করেছে শব্দশিল্প প্রকাশন। পাওয়া যাবে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ৬৩৩ নং স্টলে।

'সাত নম্বর বাস' গল্পকার সাফি উল্লাহ্'র প্রথম গল্পগ্রন্থ। প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচার জন্য সংগ্রামমুখর মানুষদের দৃষ্টিতে ঢাকা কেমন- সেটাই ফুটে উঠেছে নয়টি গল্পে। বইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল- গল্পগুলো শহুরে যুবকদের পৃথিবীকে উন্মোচন করেছে। গল্পকার দৈনন্দিন জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখে ফুটিয়ে তুলেছে তরুণদের নাগরিক জীবনের অনিশ্চয়তা।

যুগ যুগ ধরে চিকিৎসা নেই এমন 'অসুখের নাম তুমি'। এ রোগে আক্রান্ত রোগী যখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন তার চারপাশটা হয়ে ওঠে ভালোবাসাময়। প্রত্যেকের ভালোবাসা গড়ে ওঠে তার 'তুমি'কে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এমন সময়টা উল্লেখ করেছেন- 'দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি.....' রূপে। এই সময়টা বলা হচ্ছে অসুখে ভোগার সময়। প্রত্যেকটা মানুষের যেই অসুখের নাম তার তুমি। এমন ভালোবাসাময়, পারিবারিক, সামাজিক ২৮ টি ছোট গল্প নিয়ে প্রকাশিত মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহর অসুখের নাম তুমি। বাংলাদেশ রাইটার্স গিল্ড থেকে প্রকাশিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আলী হোসাইন এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'একটা জীবন দিয়ে দিলাম তোমার নামে'। প্রকাশ করেছে সাহস পাবলিকেশন্স।

দেশ এই প্রথম মা মেয়ের এক মলাটবদ্ধ বই এবারের বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছে। মা রহিমা আক্তার মৌ জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত লেখালেখি করেন তিনি তার দুই মেয়ে রৌদ্র মালিহা ও অভ্র ফারিহার গল্পসহ ছোটদের একগুচ্ছ গল্প নিয়ে প্রকাশ করেছেন মেঘনার মিষ্টি গল্প। প্রকাশিত হয়েছে মুক্তদেশ প্রকাশন থেকে।

নবীন লেখিকা রিক্তা রিচি এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ যে চলে যাবার সে যাবেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে প্রতিভা প্রকাশ। লেখিকা বলেন- স্বপ্ন দেখতে জীবন ভালবাসি। ছোট থেকে স্বপ্ন দেখতাম একদিন আমার বই প্রকাশ হবে। সময়ের প্রবর্তনে আজ আমি অনেক আনন্দিত স্বপ্ন পূরনের অধ্যায় এ এসে। হ্যা এই একুশে বইমেলায় প্রতিভা প্রকাশ থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমার প্রথম কবিতার বই "যে চলে যাবার সে যাবেই" বইটিতে আপনি মেটাতে পারবেন কবিতার তৃষ্ণা। বিরহ, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখবোধ, ভালবাসা, দেশপ্রেম ইত্যাদি নানা ভাবে সাজানো হয়েছে বইটিকে। একুশে বইমেলায় সবাইকে আমন্ত্রন রইল। আর সকলের কাছে আমি দোয়া চাইছি। তরুণদের বই কিনে তাদেরকে অনুপ্রানিত করুন।

তরুণ লেখিকা ফারহানা সুমির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ঘাসের সংসার প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছে সমধারা পাবলিকেশন।

তরুণ লেখক নাজমুল হক ইমন এর দুটি এসেছে বই মেলায়। বই দুটির নাম- 'ভূত সোসাইটি' ও 'সাহেবের গোয়েন্দা বাহিনী'। বইগুলো প্রকাশ করেছে- প্রফেসম্যান পাবলিকেশন, স্টল নং- ২৯৭, ২৯৮।

বুয়েট এর কর্মকর্তা তরুণ কবি মোঃ মোজাম্মেল হক এর কবিতার বই বহুতল গোরস্থান। প্রকাশ করেছে- নাবা প্রকাশন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, স্টল নং- ২১, ২২ ও ২৩ (বাংলা একাডেমি চত্বর) এ এবং লিটিল ম্যাগ চত্বর 'আড্ডা', স্টল নং- ০৯ এ বইটি পাওয়া যাবে।

আমিরুল মোমেনিন মানিক। তরুণ কণ্ঠ শিল্পী, সাংবাদিক ও লেখক। বইমেলায় তার বই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের বই মেলায় তার লিখিত বই "খবরের ফেরিওয়ালা" প্রকাশিত হয়েছে। বইটি তরুণদের উপজিব্য করে লেখা। বইটিতে রয়েছে তার সাংবাদিকতার নানা অভিজ্ঞতার কথা। যারা সাংবাদিকতায় আসতে চান তাদের জন্য বইটি বেশ শিক্ষনীয়। বইটি পাওয়া যাবে বাংলা একাডেমির ভেতরে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলে। স্টল নং-২১, ২২ ও ২৩। বাংলা একাডেমির পুকুর পাড়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের স্টলটি অবস্থিত।

তরুণ কবি সানাউল্লাহ সাগরের সম্পাদনায় এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে এই সময়ের নির্বাচিত গল্প। বই প্রকাশ করেছে আড্ডা প্রকাশন। বইটি পাওয়া যাচ্ছে বাংলা একাডেমির ভেতরে লিটলম্যাগ চত্বরে আড্ডা এর স্টলে। স্টল নং-০৯

প্রথিতযশা লেখকদের বই কেনার পাশাপাশি তরুণদেরও বই কিনুন। বই মেলায় এসে খালি হাতে যাবেন না। চটপটি আর ফুচকা খাওয়ার পাশাপাশি অন্তত একটি বই কিনুন। সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করুন!

ডাঃ এ.কে.এম. আমিনুল হক, অধ্যাপক (মেডিসিন), ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ। তিনি মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে রচনা করেছেন 'স্বাস্থ্যকোষ'। বইটি পাওয়া যাচ্ছে বাংলা একাডেমির ভেতরে লিটলম্যাগ চত্বরে 'আড্ডা' এর স্টলে। স্টল নং-০৯।
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৮১৯৭৯৯

## সাক্ষাৎকার

# এবারের বইমেলা হবে জমজমাট

### জগলুল হায়দার

আধুনিক অনুকাব্য ও বিজ্ঞান ছড়ার জনক জগলুল হায়দার। শূন্য দশকের ছড়ায় সবচেয়ে আলোচিত নাম। তার ছড়ায় উঠে এসেছে সমাজের অসঙ্গতি। দুই হাতে লিখে চলেছেন তিনি। দুই চোখে যা দেখেন তা-ই তার হাতে হয়ে ওঠে ছড়ার ফুল। সারা দিন তিনি যেন ছড়ার কোলে দোল খান। আর পাঠককে দোল খাওয়ান। বিনয়ী আচরণের জন্য সবার কাছেই তুমুল জনপ্রিয় হাসিমুখের এই মানুষটি। ছড়ার নেতৃত্বের দিক থেকেও একজন পারঙ্গম মানুষ। বইমেলা নিয়ে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন– **আবিদ আনজুম**

**একুশে বইমেলা বুলেটিন ঃ** কেমন হবে এবারের বইমেলা?

**জগলুল হায়দার ঃ** যেহেতু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত। এই মুহূর্তে হরতাল অবরোধ বা পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিজনিত অস্থিরতাও নাই। এই অবস্থায় আশা করি এইবারের বইমেলা জমজমাট হইব।

**একুশে বইমেলা বুলেটিন ঃ** আপনি কেমন বইমেলা প্রত্যাশা করেন?

**জগলুল হায়দার ঃ** আমি চাই মেলার পরিবেশ এমন হোক যেখানে পাঠক নির্বিঘ্নে আর নিরাপদে মেলায় আসতে পারবে। বিশেষতঃ শিশুরা আসবে বই কুড়াবার আনন্দে। সে কারণে যথাযথ নিরাপত্তা যেমন চাই আবার তার বাড়াবাড়িও চাই না। কারণ এই ধরণের পরিস্থিতিও অনেকে এড়িয়ে চলে। মোটকথা পাঠক লেখক প্রকাশক সবার জন্য অনুকূল বইমেলা প্রত্যাশা করি।

**একুশে বইমেলা বুলেটিন ঃ** বিদেশি বইমেলার চেয়ে আমাদের একুশে বইমেলা কতটা অগ্রসর?

**জগলুল হায়দার ঃ** বিদেশি কোন বইমেলায় আমার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নাই। অবশ্য পত্রিকা কিংবা টিভির কল্যাণে অনেক বইমেলার কথা আমরা জানি। এর মধ্যে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা তো জগত বিখ্যাত। পাশের দেশের নিশ্চী-কলকাতার বইমেলাকে অনেক কাছে থেকেই জানি আমরা। ঐসব বইমেলার একটা আন্তর্জাতিক চরিত্র আছে; কিন্তু আমাদের বইমেলা একান্তই জাতীয়। একুশে বইমেলা আমাদের ইতিহাস থেকে উৎসারিত তাই আবেগটা এইখানে বেশি। সুযোগ-সুবিধা, আন্তর্জাতিক বই-প্রাপ্যতা ও লেখক সমাবেশের নিরিখে বিদেশি বইমেলা একুশে বইমেলার চাইতে এগিয়ে। তবে প্রাণবন্ততার জায়গায় একুশে বইমেলা অগ্রসর একথা বলতেই পারি।

**একুশে বইমেলা বুলেটিন ঃ** এবারের মেলায় আপনার কী বই আসছে?

**জগলুল হায়দার ঃ** এখনো নিশ্চিত নই শেষমেশ কয়টা আসবে। তবে আশা করছি কাব্যছড়ার বই 'আলোর আকাশ ভালোর আকাশ', শিশুতোষ গল্পের বই 'পরী আর আসে না' ও 'আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে' এই তিনটা আসতে পারে। আর পুরানা বইয়ের মধ্যে 'অনার করলে অনের পাবি' ও 'স্বপ্ন সমান আকাশ আমার' এর দ্বিতীয় সংস্করণ আসবে ইনশা-আল্লাহ্।


# SEL Auditorium

**SEL Centre,** 29, West Panthapath, Dhaka-1205

FOR RENT

- Seminar
- Meeting
- Workshop
- Training
- AGM
- Ifter Party
- EGM
- Cultural Prog.
- Conference
- Product Launching
- Press Conference





পড়শী দেশের লেখকের কলমে বইমেলা

# ২১শের মেলা, অনবদ্য অর্জন

সুবীর সরকার



লেখা পড়ার খুব নিজস্ব এক ভুবনমায়ায় ডুবে যেতে যেতে একসময় রূপকথার গল্পের মতন শুনে ফেললাম বাংলাদেশের ঢাকার ২১ এর মাসব্যাপী বইমেলার কথা। তারপরে ১৯৮৮ সনে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল বাংলাদেশের মুজিব মেহদী, হেনরী স্বপন, পাবলো শাহীদের সঙ্গে। পত্রিকা চিঠি বিনিময়। তখন থেকেই ভেতরে এক তীব্র ছটফটানী টের পেতাম। কবে যে যাবো আমার স্বপ্নের ২১ শের মেলায়। ভাষাকর্মীর সামান্য এই কবিজন্ম সার্থক হবে!

অবশেষে ২০১২ এর ৩১শে ডিসেম্বরে আমার সুযোগ হল ঢাকার মহান ২১শের বইমেলায় যাবার। ৩০ ডিসেম্বর ও ৩ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁতে লোকমেলায় সেমিনার এর আমন্ত্রণ ছিল আমার। ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ আমি ঢুকে পড়ি বাংলা একাডেমি চত্বরে বইমেলার বহুবর্ণ এক পরিসরের ভিতরে। সঙ্গী ছিল আমার বাংলাদেশের তরুন বন্ধুরা। বিধান সাহা, মিঠুন রকসাম, বচন নকরেক, পাবলো শাহী। বইমেলায় আড্ডা হল আব্বাসুদ্দিনের পুত্র লোকসঙ্গীত গবেষক মুস্তাফা জামান আব্বাসী, তপন বাগচী, ফকীর আলমগীর, আবু বকর সিদ্দিকি, রহমান রাজু, ওবায়েদ আকাশসহ আরো কত ভাষাকর্মীদের সঙ্গে। লিটিল ম্যাগের তরুণেরা প্রাণ ভরিয়ে দিয়েছেন গানে ও কবিতা কথায়।

এভাবে ৩ দিন আমি তুমুল চষে বেড়িয়েছি বাংলাদেশের ২১শের বইমেলা প্রান্তর।

পাবলোর সঙ্গে তীব্র ঘুরে বেড়িয়েছি শাহবাগের বই বিপণীগুলি।

২১শে বইমেলা আমার জীবনের অনবদ্য এক অর্জন, সেরা প্রাপ্তি সামান্য জীবনের!

আর আজ ভাবতে ভালো লাগছে, শিহরিত বোধ করছি এই ভেবে যে, সানাউল্লাহ সাগরের 'আড্ডা'র টেবিলে ২১শের মেলায় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আমার কবিতার বই 'জাহাজডুবি' থাকবে, পাওয়া যাবে। আমিও আসবো আবার ২১শের বহুমাত্রিক বইয়ের মেলায়, অনন্ত হাঁসের মতন।

বইমেলায়

**মাওলানা নুর মোহাম্মদ**

এর নতুন বই

**সিরাজাম্ মুনীরা-দীপ্তিমান আলো**

ইসলামী জীবন গঠনে বইটি অত্যন্ত কার্যকরী। বইটিতে বিষয় ভিত্তিক কুরআন-হাদীস শরীফের দলিলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, স্টল নং- ২১, ২২ ও ২৩ এ (বাংলা একাডেমি চত্বর) বইটি পাওয়া যাচ্ছে।


## বিশ্বজুড়ে অমর একুশ



নিউইয়র্ক এ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে স্থাপন করা হয়েছে "একুশের ভাস্কর্য"। নিউইয়র্কের "মুক্তধারা ফাউন্ডেশন" ও "বাঙালী চেতনা মঞ্চ" এর উদ্যোগে এ ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়। গত ফেব্রুয়ারি ০১, ২০১৬ইং তারিখে বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন।

**প্রকাশক :** ইঞ্জি. মো. আব্দুল আউয়াল, সম্পাদক : ইঞ্জিঃ এ.কে.এম. আব্দুল্লাহ্, উপ-সম্পাদক : ইবনুল সাইদ রানা, নির্বাহী সম্পাদক : আমানুল্লাহ নোমান, এস.ই.এল. চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত। যোগাযোগ : আড্ডা, লিটিল ম্যাগ চত্বর, স্টল নং- ০৯, মোবাইল : ০১৮৪৭-০০৫৭৯০, ০১৯১১-০৩৬৭৭২, amanullahnoman@gmail.com